তারিখ 15 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

আজকের কাগজ

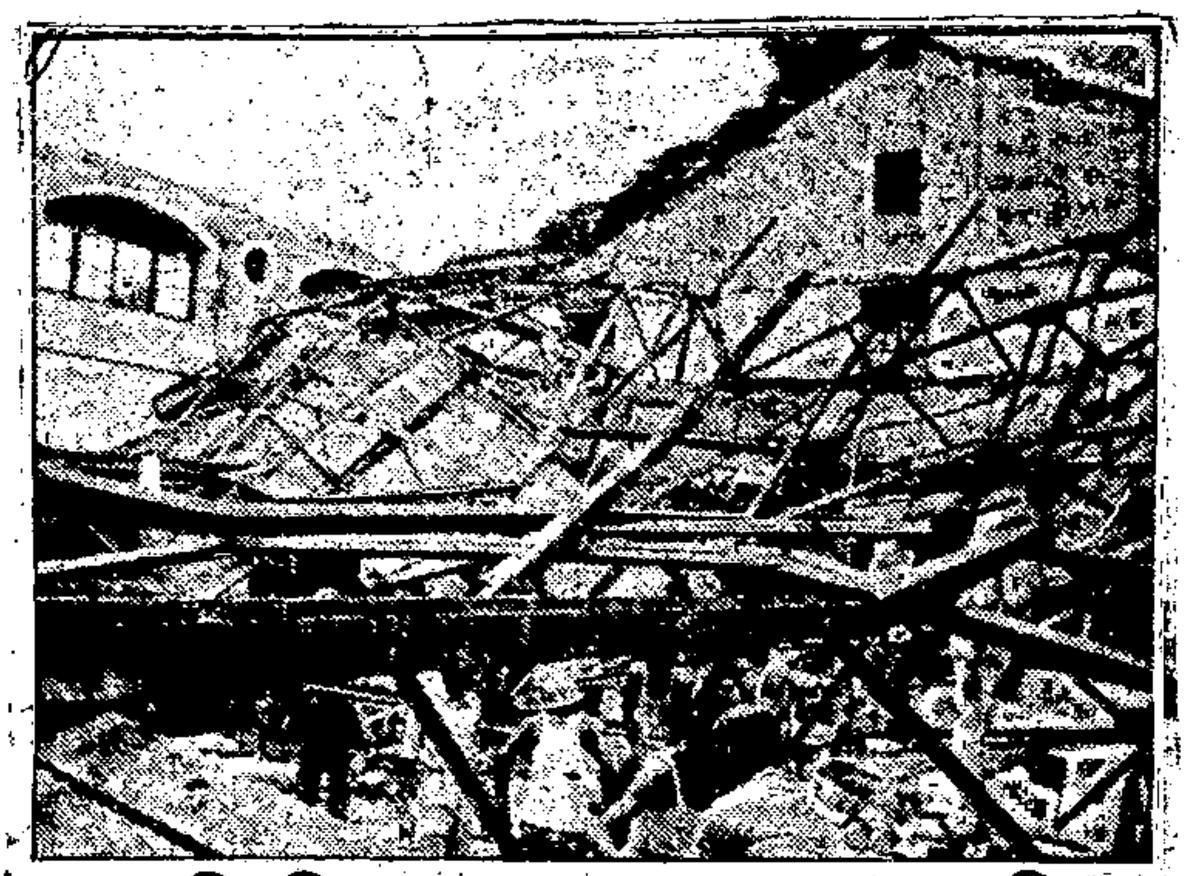

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।। আজ শোকের দিন

# মৃত্যু যেখানে অমর হয়েছে রক্ত শুকিয়ে যাক

**অঞ্জন রায় :** টিভি রুম ভরে গেছে। একটি চেয়ারও খালি নেই। অনেকেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কখন শুরু হয় ধারাবাহিক নাটক "শুকতারা"। টিভি উপস্থাপক ঘোষণা দিলেন। সবাই নড়েচড়ে জাঁকিয়ে বসলো। এ সময় হঠাৎ চারদিক কেঁপে উঠলো, ভেঙ্গে পড়লো ছাদ। ছাত্ররা একবার মাথা তুলে দেখতেও পেলো না তাদের মৃত্যুর কারণ। উজ্জ্বল হল কক্ষ গুমরে উঠলো মৃত্যুর বেদনায়। চারদিকে বাবাগো মাগো চিৎকার-আর্তনাদ। অন্ধকারের মধ্যে সেই সাবেকী আমলের বিশাল বিশাল রেলের পাতের মতো বীমের আড়ালে চাপা পড়ে গেলে ৩৯ জন তরুণের জীবন, স্বপ্ন, শিক্ষা, সবকিছু।

ছাদের নিচে চাপা পড়া ছাত্রদের নিষ্ফল চেষ্টা চলতে থাকলো বাঁচবার। বিদ্যুৎ গতিতে খবর ছড়িয়ে পড়লো হল থেকে হলে-ঢাকা শহরে-সমগ্র দেশে। উদ্ধারে ব্যস্ত সবাই যে যার সাধ্য মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় শোকাবহ অধ্যায়ের সূচনা হলো। একাত্তরের ছাত্র-শিক্ষক হত্যার সেই ঘটনার পর দ্বিতীয়বারে '৮৫ সালে জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা।

দুর্ঘটনায় নিহত হল ছাত্র-কর্মচারি এবং অতিথি মিলে ৩৯ জন। মারাত্মক আহত ৩০০ ছাত্র। ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথ হলের এই সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ ভবনটির স্বাধীনতার পর শহীদ শিক্ষক অনুদ্বৈপায়নের নামে "অনুদ্বৈপায়ন ভবন" নামকরণ করা হয়েছিলো।

ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এ ভবনটি দীর্ঘকাল ধরেই বসবাসের অনুপযুক্ত ছিলো। আবাসিক সমস্যার কারণে তবুও অনেক ছাত্র থাকতো। তাছাড়া এ ভবনটিকে হলের মিলনায়তন হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। মিলনায়তনের লোহার ফ্রেমের এবং রেল লাইনের মতো ভারী কড়ি বরগাই অধিকাংশ ছাত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

ভবনটি ধসে পড়ার ক'দিন আগে থেকেই ভবনের মেরামত কাজ চলছিলো। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে ঐ দিনই মেরামত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে চলে যায়। বৃষ্টিতে ছাদের ওপরে পানি জমে। সেই পানির চাপেই এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনার দিনটিকে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবারেও এ দিনটিতে গ্রহণ করা হয়েছে বিস্তারিত কর্মসূচি।

এদিনে যারা মরণের পারে পাড়ি দিয়ে চলে গেছে তারা আজ সকল চাওয়া পাওয়ার ওপারে। যেসব তরুণেরা একরাশ স্বপ্ন আর প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলো- সেই উজ্জ্বল তরুণেরা একরাতে পরিণত হয়েছিলো লাশে। পাখির পালকের মতো নয় এ মৃত্যু থাই পাহারের মতো ভারী। এই মৃত্যুকে দেশবাসী মনে রেখেছে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জগন্নাথ হল দিবস উচ্চারিত হয় শোকগাথা- মৃত্যু যেখানে অমর হয়েছে- রক্ত শুকিয়ে যাক।